কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে
সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়

গবেষণা সিরিজ-৩২

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1394-6

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১২
চতুর্থ সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	আল কুরআনের অর্থ বা তাফসীর অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার গুনাহ	২৫
৬	আল কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের প্রধান সহায়ক বিষয়সমূহ	২৬
৭	কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহায়ক বিষয়গুলোর সঠিকত্ব পর্যালোচনা এবং সেগুলোর ব্যবহারপদ্ধতি	২৭
	১. 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই'	
	২. 'Common sense আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস'	৩৭
	৩. 'সত্য উদাহরণ আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা'	৫৩
	৪. 'বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী কথা কুরআনে নেই'	৬১
	৫. 'কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই'	৬৮
	৬. 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক'	৭৭
	৭. 'আল্লাহ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা'	৮০
	৮. হাদীস সম্পর্কিত কিছু তথ্য	৮৩
	৯. শানে নুযুল সম্পর্কিত কিছু তথ্য	৮৪
৮	শেষ কথা	

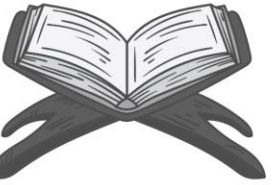

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

**বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম অনারব। তাই বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম অন্যের করা অর্থ (Meaning/معنى) বা তাফসীর (Explanation/ব্যাখ্যা) গ্রন্থের অনুবাদ (Translation/ترجم/ভাষান্তর) পড়ে কুরআনের জ্ঞানার্জন করেন। অমুসলিমদের মধ্যে যারা কোনো কারণে কুরআন জানতে চান তারাও প্রায় সকলেই অন্যের করা অর্থ বা তাফসীরের অনুবাদ পড়ে কুরআনের জ্ঞানার্জন করেন। অনুবাদে যা লেখা থাকে সেটিকেই তারা কুরআনের প্রকৃত বক্তব্য বলে বিনা বাক্যে (অন্ধভাবে) গ্রহণ করে নেন। সাধারণ আরবরা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লেখা কুরআনের অর্থ ও তাফসীর পড়ে কুরআনের জ্ঞানার্জন করে। কিন্তু চিরসত্য বিষয় হলো– কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল, কিন্তু তার অর্থ বা তাফসীরে ভুল থাকতে পারে।

কুরআন হলো ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ। আর কুরআনে উল্লেখ আছে ইসলামের সব মৌলিক বিষয় এবং একটিমাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদ সালাত)। তাই কুরআনের জ্ঞানার্জনে ভুল হলে সে ভুল হবে মৌলিক এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলে ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং কুরআনের অর্থ বা তাফসীরের অনুবাদ পড়ে যে অগণিত মানুষ কুরআনের জ্ঞানার্জন করেন তাদেরকে এবং সর্বোপরি মানবসভ্যতাকে আল কুরআনের অসতর্ক, ভুল বা বানানো অনুবাদের মহাক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য পুস্তিকাটি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। আলোচ্য পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

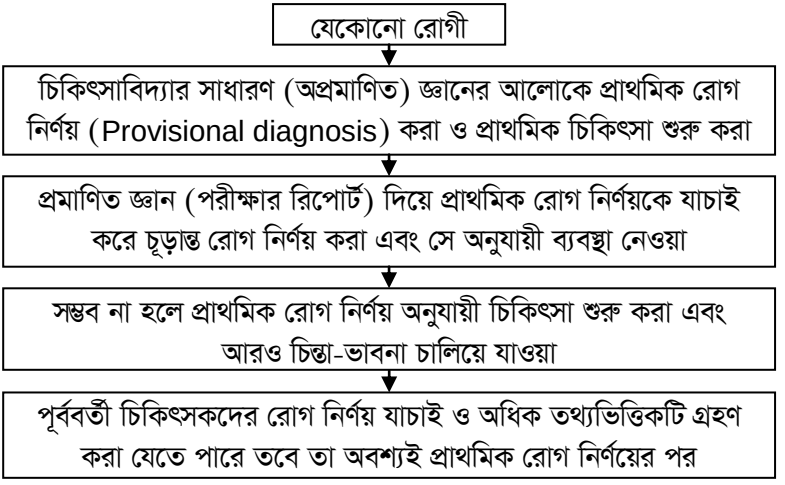

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

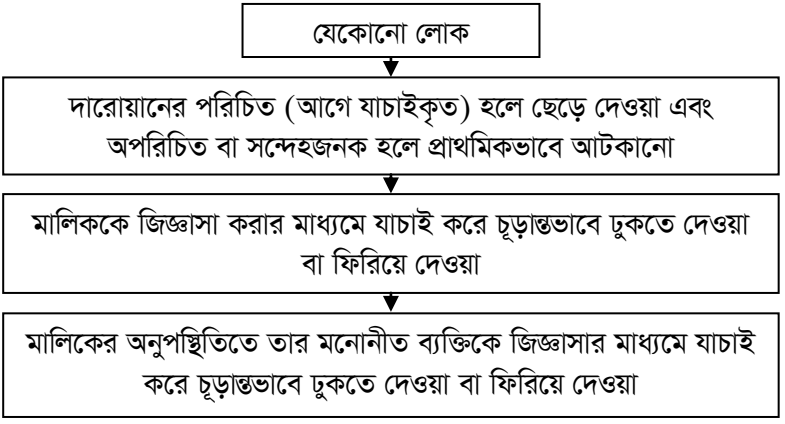

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

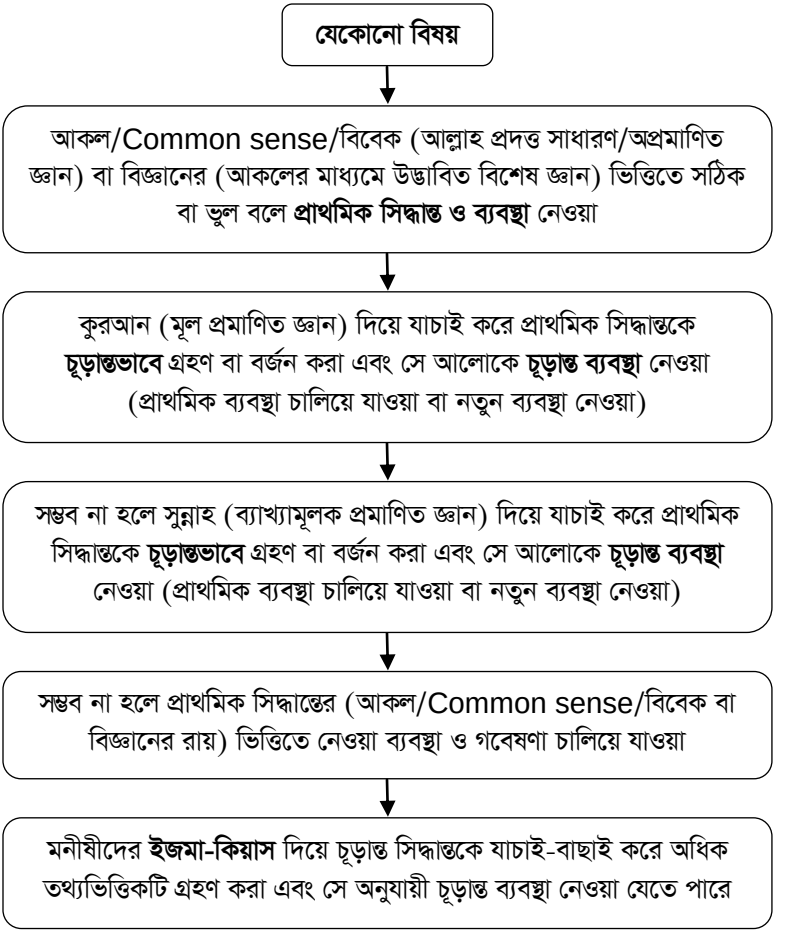

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর

ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবনবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের আকলের বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

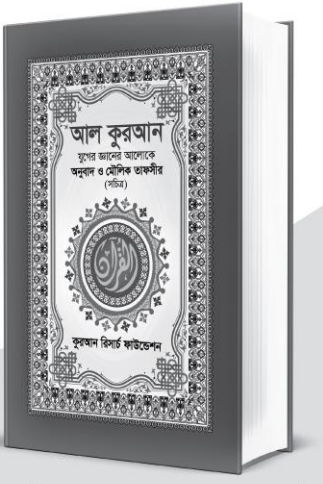

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

একটি বাক্যের অর্থ (Meaning/معنى) বলতে বোঝায় বাক্যটির শাব্দিক অর্থ। আর তাফসীর (Explanation/ব্যাখ্যা) বলতে বোঝায় বাক্যটির বক্তব্যের বিস্তারিত রূপ। অন্যদিকে বাক্যের অনুবাদ (Translation/ترجم /ভাষান্তর) বলতে বাক্যটির বক্তব্যের অন্য ভাষায় লেখা রূপকে বোঝায়। অনুবাদ বাক্যের অর্থ ও তাফসীর উভয়টির হতে পারে। তাই কুরআনের অর্থ বলতে কুরআনের আয়াতের শাব্দিক অর্থকে বোঝায়। আর তাফসীর বলতে কুরআনের আয়াতের বক্তব্যের বিস্তারিত রূপকে বোঝায়। অন্যদিকে কুরআনের অনুবাদ হলো কুরআনের আয়াতের বক্তব্যের অন্য ভাষায় লেখা রূপ। অনুবাদ কুরআনের অর্থ ও তাফসীর উভয়টির হতে পারে।

কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী একজন মু'মিনের সবচেয়ে বড়ো সওয়াব হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন না করা। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম অনারব। তাই বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম অন্যের করা অর্থ বা তাফসীরের অনুবাদ পড়ে আল কুরআনের জ্ঞানার্জন করেন। সাধারণ আরবরা বিশেষজ্ঞ আরব ব্যক্তিদের লেখা কুরআনের অর্থ ও তাফসীর পড়ে কুরআনের জ্ঞানার্জন করেন। আর প্রায় সকলেই অর্থ বা তাফসীরে যা লেখা থাকে সেটিকেই কুরআনের প্রকৃত বক্তব্য বলে বিনা বাক্যে (অন্ধভাবে) গ্রহণ করে নেন।

কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু অর্থ বা তাফসীরে ভুল থাকতে পারে। আর সে ভুল হতে পারে নিম্নোক্ত কারণে–

১. অর্থ বা তাফসীরকারীর কুরআনের অর্থ বা তাফসীর করার সঠিক মূলনীতি (উসূল) অনুসরণ না করা। কুরআনের অর্থ বা তাফসীর করার সঠিক মূলনীতি জানা না থাকা ব্যক্তি আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত হলেও কুরআনের অর্থ বা তাফসীর করতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে কুরআনের অর্থ করার কোনো মূলনীতি নেই। আর তাফসীর করার যে মূলনীতি চালু আছে

সেখানে মৌলিক ভুল আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

২. সভ্যতার জ্ঞানের অভাবে অর্থ বা তাফসীরকারীর আয়াতের যথাযথ অর্থ নিতে না পারা।
৩. অর্থ বা তাফসীরকারীর নিজের জ্ঞানের অভাব থাকা।
৪. ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল অর্থ বা তাফসীর করা। ইসলামের কিছু শত্রু বর্তমানে এটি করার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে অনুবাদ পড়ে যারা কুরআনের জ্ঞানার্জন করেন সাধারণ আরবদের তুলনায় তাদের ভুল জ্ঞানার্জন হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। কারণ অনুবাদগ্রন্থে দুই ব্যক্তির ভুল যোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে–

১. মূল অর্থ বা তাফসীরকারীর কৃত ভুল।
২. অনুবাদকারীর কৃত ভুল।

কুরআন হলো ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র নির্ভুল উৎস। আর কুরআনে উল্লেখ আছে ইসলামের সব মৌলিক এবং একটিমাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদ সালাত)। তাই কুরআনের জ্ঞানার্জনে ভুল হলে সে ভুল হয় মৌলিক। আর সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলে ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর তাই অর্থ বা তাফসীর পড়ে যে অগণিত মানুষ কুরআনের জ্ঞানার্জন করেন তাদেরকে এবং সর্বোপরি মানবসভ্যতাকে আল কুরআনের অসতর্ক, ভুল বা বানানো অর্থ বা তাফসীরের মহাক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য বর্তমান প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার কারণে একজন ব্যক্তিও যদি কুরআনের একটি বিষয়ের ভুল জ্ঞানার্জন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন, তবে আমাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করবো।

আল কুরআনের অর্থ বা তাফসীর অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার গুনাহ

মানুষ দুটি কারণে কুরআনের অর্থ বা তাফসীর অন্ধভাবে মানে–

১. অর্থ বা তাফসীরকে নির্ভুল মনে করা।
২. নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করা।

উল্লিখিত দুটি অবস্থায় যে ধরনের গুনাহ হয়–

১. অর্থ বা তাফসীরকে নির্ভুল ধরে অন্ধভাবে গ্রহণ ও মানা হলে শিরকের গুনাহ হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু আল্লাহর গুণ। তাই অর্থ বা তাফসীরকারীকে নির্ভুল মনে করে তার কৃত অর্থ বা তাফসীর অন্ধভাবে গ্রহণ ও মানা হলে আল্লাহর নির্ভুলতা গুণের সাথে তাকে শরিক করা হয়।
২. নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অর্থ বা তাফসীরকে গ্রহণ ও মানা হলে কুফরীর গুনাহ হয়। কারণ, যার আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করলে আল্লাহর দেওয়া এক বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়, যা কুফরীর গুনাহ।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

আল কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের প্রধান সহায়ক বিষয়সমূহ

আল কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল। কিন্তু অর্থ বা তাফসীরে অনিচ্ছা বা ইচ্ছাকৃত ভুল থাকতে পারে। তাই কুরআনের অর্থ বা তাফসীরে থাকা সকল কথা আল্লাহর কথা হিসেবে অন্ধভাবে মেনে নিলে পাঠকের দুনিয়া ও আখিরাতে গুরুতর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে সুখবর হলো– অর্থ বা তাফসীর পাঠককে ঐ মহাক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ভীষণভাবে সহায়ক কিছু তথ্য আছে। সে তথ্যের প্রধানগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. Common sense আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস।
৩. সত্য উদাহরণ আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।
৪. বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী কথা কুরআনে নেই।
৫. কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই।
৬. আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।
৭. আল্লাহ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা।
৮. হাদীস সম্পর্কিত কিছু তথ্য।
৯. শানে নুযুল সম্পর্কিত কিছু তথ্য।

একটি আয়াতের কৃত অর্থ বা তাফসীরের পক্ষে ওপরে উল্লিখিত ৯টি সহায়ক বিষয়ের যত অধিক সংখ্যক বিষয়ের সমর্থন মিলবে, সে অর্থ বা তাফসীর সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

এ বিষয়ে উদাহরণ–

উদাহরণ-১

চিকিৎসাবিজ্ঞানে সঠিক রোগ নির্ণয়ের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো– যে রোগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক লক্ষণের সমর্থন থাকবে, রোগী সে রোগে আক্রান্ত বলে সিদ্ধান্ত নিলে ঐ রোগ নির্ণয় সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি হয়।

উদাহরণ-২

বিচার করার সময় যে রায়ের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের যত বেশি সংখ্যক প্রমাণের (সাক্ষীর) সমর্থন মিলবে সে রায় সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হয়।

কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহায়ক বিষয়গুলোর সঠিকত্ব পর্যালোচনা এবং সেগুলোর ব্যবহারপদ্ধতি

এখন আমরা কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহায়ক বিষয় হিসেবে উল্লিখিত ৯টি তথ্য সঠিক কি না এবং সেগুলোর ব্যবহারপদ্ধতি জানাবো।

১. 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা এবং অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

যে সহায়ক বিষয়গুলো পাঠককে কুরআনের তাফসীরে থাকা অনিচ্ছা বা ইচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে তার মধ্যে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যটি কুরআনের ভুল অর্থ ও তাফসীর প্রতিরোধ করে দুটি উপায়ে–

১. অর্থ বা তাফসীরকারীকে ভুল অর্থ বা তাফসীর করতে না দিয়ে।
২. অর্থ বা তাফসীর পাঠককে ভুল অর্থ বা তাফসীর গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখে।

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস Common sense, কুরআন ও সুন্নাহর (হাদীস) তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বিষয়টি জানবো।

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

❖ আল্লাহর পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেওয়ার দুর্বলতা না থাকার দৃষ্টিকোণ

যে সকল দুর্বলতা (দোষ) থাকলে কোনো ব্যক্তি বা সত্তা পরস্পরবিরোধী কথা বলতে পারে তা হলো–

১. দুষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা

এ ধরনের ব্যক্তি বা সত্তা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক সময়ে এক কথা বলে আবার অন্য সময়ে তার বিপরীত কথা বলে।

২. জ্ঞানের অভাব

যে ব্যক্তি বা সত্তার জ্ঞানের অভাব আছে তার বক্তব্য অনিচ্ছাকৃতভাবে পরস্পরবিরোধী হয়ে যেতে পারে। কারণ, বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী যে বক্তব্য দেওয়া হয়, সময়ের ব্যবধানে জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে ঐ বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হতে পারে। ফলে ব্যক্তিকে একই বিষয়ে বিপরীত বক্তব্য দিতে হয়।

৩. ভুলে যাওয়া

ভুলে যাওয়ার কারণে কোনো ব্যক্তি বা সত্তা আজ যে বক্তব্য দিয়েছেন কিছুকাল পরে দেওয়া বক্তব্য তার বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

মহান আল্লাহ দুষ্ট সত্তা নন। তিনি ভুলে যান না। আর তাঁর তিনকালের সকল জ্ঞান আছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ওপরে বর্ণিত তিনটি দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআনে পরস্পরবিরোধী তথ্য থাকার কথা নয়।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ ব্যাবহারিক গ্রন্থে পরস্পরবিরোধী তথ্য না থাকার দৃষ্টিকোণ

মানুষের লেখা কোনো ব্যাবহারিক গ্রন্থে পরস্পরবিরোধী তথ্য থাকে না। কারণ, পরস্পরবিরোধী তথ্যের একটি হবে সঠিক এবং অন্যটি হবে ভুল। তাই ভুল তথ্যটি যে বা যারা অনুসরণ করবে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। মানুষের লেখা ব্যাবহারিক গ্রন্থে যদি পরস্পরবিরোধী তথ্য না থাকে তবে আল্লাহ প্রদত্ত ব্যাবহারিক গ্রন্থ কুরআনে অবশ্যই পরস্পরবিরোধী তথ্য থাকবে না।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কুরআনে পরস্পরবিরোধী তথ্য নেই।

আল কুরআন

তথ্য-১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা এটিতে অনেক পরস্পরবিরোধিতা (পরস্পরবিরোধী বক্তব্য) পেতো।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৮২)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ নিশ্চয়তাসহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন তাঁর নাযিল করা গ্রন্থ। তাই এতে একটিও পরস্পরবিরোধী তথ্য নেই। আর এর কারণ হলো– আল্লাহ পরস্পরবিরোধী তথ্য বলার সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত।

তথ্য-২

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ.

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ সত্য তথ্যসহ কিতাবটি (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। আর নিশ্চয় যারা কিতাবটির মধ্যে (পরস্পর) বিরোধিতা (আবিষ্কার) করেছে তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে (সত্য থেকে) অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৬)

ব্যাখ্যা : নিশ্চয়তা সহকারে বলা আয়াতটির বক্তব্য হলো– যারা কুরআনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য আবিষ্কার করেছে তারা জেদের বশবর্তী হয়ে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আল কুরআনে কোনো পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

তথ্য-৩

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ... ...

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী সংবলিত কিতাব যার বাণীসমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ (পরিপূরক) এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।... ... ...

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, কুরআনের বক্তব্য একটি অন্যটির পরিপূরক তথা বিরোধী নয়।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরআনে কোনো পরস্পরবিরোধী তথ্য নেই।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ... ... قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

ইমাম আহমাদ রহ. আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে তার 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিসে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুল স.-এর ঘরের দরজাসমূহের একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর রসুল স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মত তাদের আসমানি বার্তা (আল্লাহর কিতাব) নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় কুরআনের একাংশ অন্য অংশকে অসত্য ঘোষণা/রহিত (Deny) করার করার জন্য নাযিল করা হয়নি। **বরং একাংশ অন্য অংশকে সত্য ঘোষণা/পূর্ণতা (Completeness) দেওয়ার জন্য নাযিল করা হয়েছে।** তাই এটির যা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর

আমল করো। আর এটির যে বিষয়ে তোমরা জাহিল (আকল দিয়ে বুঝতে অক্ষম) তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুরআনের একটি আয়াত অন্য একটি আয়াতের পরিপূরক, বিরোধী নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوْهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুরআনে সন্দেহ করা কুফরী। কথাটি তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর বলেন, এটির যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় তার ওপর আমল করো। আর এটির যে বিষয়ে তোমরা জাহিল তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭৯৭৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআনে সন্দেহ করা কথাটির মূল অর্থ হলো– কুরআন আল্লাহ প্রেরিত কিতাব কি না এটি নিয়ে সন্দেহ করা। তাই অংশটির মাধ্যমে জানানো হয়েছে– কুরআন আল্লাহ প্রেরিত কিতাব কি না এটি নিয়ে সন্দেহ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টিতে সন্দেহের প্রকাশ ঘটতে পারে দুইভাবে–

১. কুরআন জাদুকরের কথা, মুহাম্মাদের নিজের লেখা, শয়তানের শিখিয়ে দেওয়া, বড়ো কোনো কবি গোপনে মুহাম্মাদকে লিখে দিয়েছে ইত্যাদি ধরনের কথা সরাসরি বলার মাধ্যমে।
২. কুরআনের এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা বলা/লেখা যাতে কুরআন আল্লাহর কিতাব কি না এ বিষয়ে মানুষ সন্দেহে পড়ে যায়। যেমন কুরআনের–

- অযৌক্তিক তথা আকল/Common sense/বিবেকবিরোধী অর্থ/ব্যাখ্যা বলা/লেখা।
- পরস্পরবিরোধী অর্থ/ব্যাখ্যা বলা/লেখা।
- কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) ও রহিত হওয়া (মানসুখ) আয়াত আছে বলা/লেখা।
- বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিরোধী অর্থ/ব্যাখ্যা বলা/লেখা।
- সত্য উদাহরণের বিরোধী অর্থ/ব্যাখ্যা বলা/লেখা।
- মানুষ ও বিশ্বের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটে। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো মূল্য নেই বলা/লেখা।
- মানুষের সকল কাজের ভাগ্য/পরিণতি পূর্বনির্ধারিত বলা/লেখা।
- মানুষের জান্নাত ও জাহান্নাম প্রাপ্তি পূর্বনির্ধারিত বলা/লেখা।
- ইত্যাদি।

তাই হাদীসটির আলোচ্য অংশটির মাধ্যমে জানা যায়– কুরআনে কোনো পরস্পরবিরোধী কথা নেই।

তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

আমরা এখন উদাহরণের মাধ্যমে 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটিকে অর্থ বা তাফসীরে পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যবহার করার পদ্ধতি জানবো।

উদাহরণ-১

❖ 'কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ফরজ' এবং 'অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি' কথা দুটির গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়পদ্ধতি

কুরআনের পাঠক দেখতে পেলেন– একটি আয়াতের অর্থ বা তাফসীরে লেখা আছে– জ্ঞানার্জন করা বা কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ফরজ (বাধ্যতামূলক)। আর অন্য একটি আয়াতের অর্থ বা তাফসীরে লেখা আছে– অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি। সহজে বোঝা যায় বক্তব্য দুটি পরস্পরবিরোধী। কারণ, অর্থ ছাড়া পড়লে জ্ঞানার্জন হয় না।

দুটি আয়াতের অর্থ বা তাফসীর হিসেবে উল্লিখিত ধরনের দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাঠকের নজরে আসার সাথে সাথে 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই' সহায়ক বিষয়টির ভিত্তিতে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে– আয়াত দুটির একটির অর্থ বা তাফসীর গ্রহণযোগ্য এবং অন্যটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন পাঠককে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন অর্থ বা তাফসীরটি গ্রহণযোগ্য। এ সিদ্ধান্ত পাঠক নিতে পারবেন নিম্নের তিনটি উপায়ে–

১. আয়াতটির অন্য একটি তাফসীরগ্রন্থের ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর'** গ্রন্থটি এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হবে।

২. যে তাফসীরগ্রন্থটি পাঠক পড়ছেন সেটির অন্যকোনো আয়াতের তাফসীর থেকে।

৩. বিষয়টি নিয়ে কারো সুনির্দিষ্ট লেখা থাকলে সেটি পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানে এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) এবং **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?'** (গবেষণা সিরিজ-৭) নামক বই দুটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

❖ **'কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ফরজ' এবং 'ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা (ধরা) নিষেধ' কথা দুটির গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়পদ্ধতি**

কুরআনের পাঠক দেখতে পেলেন– একটি আয়াতের অর্থ বা তাফসীরে লেখা আছে কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ফরজ। আর অন্য একটি আয়াতের অর্থ বা তাফসীরে লেখা আছে 'ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ বা ধরা নিষেধ'। একটু ভাবলেই বোঝা যায় বক্তব্য দুটি পরস্পরবিরোধী। কারণ, জাগ্রত অবস্থার বেশিরভাগ সময়ে মানুষের ওজু থাকে না। ওজু ছাড়া কুরআন ধরা নিষেধ হলে একজন মানুষ জাগ্রত অবস্থার বেশিরভাগ সময় কুরআন ধরতে পারবে না। ফলে তার কুরআনের জ্ঞানার্জন করার সময় অনেক কমে যাবে। অর্থাৎ কথাটি কুরআনের জ্ঞানার্জনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা। তাই তথ্য দুটি পরস্পরবিরোধী।

দুটি আয়াতের অর্থ বা তাফসীর হিসেবে উল্লিখিত ধরনের দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাঠকের নজরে আসার সাথে সাথে 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই' সহায়ক বিষয়টির ভিত্তিতে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে– আয়াত দুটির একটির অর্থ বা তাফসীর গ্রহণযোগ্য এবং অন্যটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন পাঠককে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন অর্থ বা তাফসীরটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয়। আর এটি তিনি নিতে পারবেন **১** নং উদাহরণে বর্ণিত তিনটি উপায়ে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কুরআনের সাথে ওজু-**

গোসলের সম্পর্ক, প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-৯) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৩

❖ **'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানবজীবনের সব ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই' এবং 'মানবজীবনের সব ঘটনা-দুর্ঘটনার বিষয়ে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভূমিকা আছে' কথা দুটির গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়পদ্ধতি**

কুরআন তাফসীরের পাঠক দেখতে পেলেন– একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানবজীবনে সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই। আর অন্য একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে 'মানবজীবনের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভূমিকা আছে'। সহজে বোঝা যায় বক্তব্য দুটি পরস্পরবিরোধী।

দুটি আয়াতের তাফসীর হিসেবে উল্লিখিত ধরনের দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাঠকের নজরে আসার সাথে সাথে 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই' সহায়ক বিষয়টির ভিত্তিতে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে– আয়াত দুটির একটির তাফসীর গ্রহণযোগ্য এবং অন্যটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন পাঠককে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন অর্থ বা তাফসীরটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয়। আর এটি তিনি নিতে পারবেন ১ নং উদাহরণে বর্ণিত তিনটি উপায়ে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৪

❖ **'ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায়' এবং 'কবীরা (বড়ো) গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে' কথা দুটির গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়পদ্ধতি**

কুরআনের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন– একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে 'ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায়'। আর অন্য একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে'।

বক্তব্য দুটি পরস্পরবিরোধী তা সহজে বোঝা যায়। কারণ, অনন্তকালের তুলনায় কিছুকাল কোনো সময়ই না। তাই কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলে কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে কথাটি জানা মু'মিনদের অধিকাংশই মনে করবে যে– অসৎ কাজ করে দুনিয়ায় প্রথমে সুখ-শান্তি ভোগ করি। আর পরকালে জাহান্নামে যে সময়টুকু থাকতে হবে চোখ-কান বন্ধ করে সে সময়টুকু পার করে দেবো। তারপরতো অনন্তকাল ধরে জান্নাতে তথা মহাসুখ-শান্তিতে থাকতে পারবো। বর্তমান মুসলিম সমাজে এ চিন্তাধারার মানুষ প্রচুর। অর্থাৎ এ কথা মু'মিনকে নিঃসন্দেহে অসৎ বানায়। তাই 'ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায়' এবং 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে' কথা দুটি পরস্পরবিরোধী।

দুটি আয়াতের তাফসীর হিসেবে উল্লিখিত ধরনের দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাঠকের নজরে আসার সাথে সাথে **'কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই'** সহায়ক বিষয়টির ভিত্তিতে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে– আয়াত দুটির একটির তাফসীর গ্রহণযোগ্য এবং অন্যটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন পাঠককে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন অর্থ বা তাফসীরটি সঠিক এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয়। আর এ সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারবেন **১** নং উদাহরণে বর্ণিত তিনটি উপায়ে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৫

❖ **'ইসলাম কবরপূজা ও পীরপূজা বন্ধ করতে চায়' এবং 'পরকালে শাফায়াতের (সুপারিশ) মাধ্যমে মু'মিনের কবীরা গুনাহ মাফ হবে বা মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে' কথা দুটির গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়পদ্ধতি**

আল কুরআনের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন– একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে 'ইসলাম কবরপূজা ও পীরপূজা বন্ধ করতে চায়'। আর অন্য একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে 'পরকালে শাফায়াতের (সুপারিশ) মাধ্যমে মু'মিনের কবীরা গুনাহ মাফ হবে বা মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে'।

একটু ভাবলেই বোঝা যায় বক্তব্য দুটি পরস্পরবিরোধী। কারণ, ২য় কথাটির প্রভাবে অনেক মু'মিন কবীরা গুনাহ করার পর সেটি আল্লাহর কাছ থেকে

শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ করিয়ে নেওয়া বা সেটির জন্য জাহান্নামে গেলে সেখান থেকে শাফায়াতের মাধ্যমে বের হয়ে আসতে পারার আশায় কবরে থাকা ব্যক্তিদের পূজা করা শুরু করবে। বর্তমান মুসলিম সমাজে এ অবস্থা প্রচুর।

দুটি আয়াতের তাফসীর হিসেবে উল্লিখিত ধরনের দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাঠকের নজরে আসার সাথে সাথে 'কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই' সহায়ক বিষয়টির ভিত্তিতে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে– আয়াত দুটির একটির তাফসীর গ্রহণযোগ্য এবং অন্যটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন পাঠককে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন অর্থ বা তাফসীরটি সঠিক এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয়। আর এ সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারবেন ১ নং উদাহরণে বর্ণিত তিনটি উপায়ে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

২. 'Common sense আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা এবং অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

যুক্তি

মানবশরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগজীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological system) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগমুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর (রোগজীবাণু) জিনিস প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য এক মহাকল্যাণকর দারোয়ান সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। যুক্তির আলোকে তাই সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল কুরআন

তথ্য-১

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ.

অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) বলতে না পারো আমাদের পিতৃপুরুষরা (পূর্ববর্তীরা) আগে শিরক করেছে আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (পূর্ববর্তী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সেজন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭৩)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'অথবা' অংশটির ব্যাখ্যা : মানবরূহ থেকে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করার যে কারণ ও বিষয় আলোচ্য সুরার ১৭২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঐ অঙ্গীকার নেওয়ার অন্য কারণ ও বিষয় আলোচ্য আয়াতে জানানো হয়েছে।

'তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) বলতে না পারো, আমাদের পিতৃপুরুষরা (পূর্ববর্তীরা) আগে শিরক করেছে আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (পূর্ববর্তী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সেজন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?'

অংশের ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের 'তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) বলতে না পারো' কথাটি সামনে রেখে পুরো বক্তব্যটি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় রূহের জগতের অঙ্গীকার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ১৭২ নং আয়াতের বক্তব্যের পর মহান আল্লাহ বলেছিলেন– তিনি মানুষকে জ্ঞানের এমন একটি উৎস দেবেন যেটি তাদের কাছে সর্বক্ষণ থাকবে। তাই কিয়ামতের দিন মানুষের এটি বলার সুযোগ থাকবে না যে, রুবুবিয়াত সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তীরা যেসব শিরক তথা রুবুবিয়াতের একত্ববাদবিরোধী কাজ করতো, অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করে তারাও সেগুলো করেছে। সুতরাং ঐ গুনাহর জন্য ধ্বংস তথা চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার হকদার তারা নয়। এর হকদার তাদের বাতিলপন্থি পূর্বপুরুষেরা।

সকল মানুষের কাছে সর্বক্ষণ থাকা আল্লাহর দেওয়া সে জ্ঞানের উৎসটি হলো আকল/Common sense/বিবেক/কাণ্ডজ্ঞান।

তথ্য-২

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا.

আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)।

(সুরা আশ শামস/৯১ : ৭-৮)

ব্যাখ্যা : 'ইলহাম' হলো এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি শক্তি দিয়েছেন। এ শক্তিটির মাধ্যমে মানুষ অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) পার্থক্য করতে পারে। জ্ঞানের সে শক্তিটিই হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজিব ইবনুল ওয়ালিদ রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, নিশ্চয় রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারি রূপে গড়ে তোলে। যেমন চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬৯২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ফিতরাতের আভিধানিক একটি অর্থ হলো– স্বজ্ঞা/নিজস্ব জ্ঞান/নৈসর্গিকজ্ঞান অর্থাৎ আকল/Common sense/বিবেক। তাই

হাদীসটি থেকে জানা যায়– সকল মানবশিশু সঠিক Common sense নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারি বানিয়ে দেয়।

তাই হাদীসটির একটি শিক্ষা হলো– পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে Common sense পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই Common sense অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান, প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لاَ أَدَعَ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ. فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِي ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي. قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَفْتَوْكَ.

ওয়াবেসা রা-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– ওয়াবেসা রা. বলেন, আমি রসুল স.-এর কাছে আসলাম। ভালোমন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসুল স.-কে করতাম। তখন রসুল স.-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেসা! রসুল স.-এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম– আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রসুল স.-এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসুল স. দুইবার অথবা তিনবার বললেন– "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা"। এরপর রসুল স. বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো?

তখন আমি বললাম– বরং আপনিই বলে দেন। তখন রসুল স. বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? সে বললো– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন– তোমার ক্বলব (মন) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফতোয়া দেয় এবং ফতোয়া দিতেই থাকে।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৯২৯।
- সনদ হাসান সহীহ (নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ.)।
- মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যা ন্যায় ও অন্যায় বুঝতে পারে। আর ঐ শক্তি সম্মতি না দিলে কারো ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) যাচাই না করে মানা নিষেধ। সে ব্যক্তি যত বড়ো হোক না কেন। মানবমনে থাকা সেই শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا ...

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– মানুষ হলো খনিজ সম্পদ। যেমন খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। ...

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা–

'মানুষ হলো খনিজ সম্পদ। যেমন খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ' অংশের ব্যাখ্যা– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. খনি থেকে তোলার পর থেকেই রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি থাকে।

২. খাদ পরিষ্কার করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে কিন্তু রৌপ্যের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে।

৩. অলংকার তৈরি করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে। তবে রৌপ্যের অলংকারের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের অলংকারের মূল্য অধিক বাড়ে।

মানুষের খনি হলো মায়ের পেট (পেটে থাকা জরায়ু)।

তাই হাদীসটির এ অংশের মাধ্যমে মানুষ সম্পর্কে যে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলো–

১. মানুষ মর্যাদার পার্থক্য নিয়েই মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়।

২. এ পার্থক্য চেহারা, গায়ের রং, ভাষা, দেশ ইত্যাদি দিয়ে নির্ধারিত হয় না। এটি নির্ধারিত হয় মানুষের জ্ঞানের শক্তি আকল/ Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে।

৩. যে অধিক শক্তিশালী Common sense নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম থেকেই বেশি মর্যাদাশীল।

৪. যে কম শক্তিশালী Common sense নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম থেকেই কম মর্যাদাশীল।

৫. যেকোনো সত্য জ্ঞান যুক্ত হলে Common sense জন্মগত (বুনিয়াদি) মান থেকে উৎকর্ষিত হয়। তবে যে অধিক শক্তিশালী বুনিয়াদি উৎস নিয়ে জন্মায় তারটি বেশি উৎকর্ষিত হয়।

৬. যেকোনো মিথ্যা জ্ঞান উৎসটির মান জন্মগত (বুনিয়াদি) অবস্থা থেকে অবদমিত করে।

'জাহিলি যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশটিকে হাদীসটির প্রথমাংশের বক্তব্যের ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য বলা যায়। এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. জাহিলি সমাজের অধিক শক্তিশালী Common sense নিয়ে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি যদি সে সমাজে থাকা সাধারণ সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে তার জ্ঞানের শক্তিটিকে উৎকর্ষিত করে এবং তা অনুসরণ করে চলে, তবে সে তার সমাজের অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল/মানবতাবাদী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

২. ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের মাধ্যমে তার আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে এবং তা অনুসরণ করে চলে তবে সে ইসলামী সমাজেও অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল/মানবতাবাদী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

জ্ঞানের উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **Common sense/আকল/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ানের দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **Common sense/আকল :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদি (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনের অনুপস্থিতিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **Common sense/আকল :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

Common sense আল্লাহ প্রদত্ত রক্ত-মাংসের কম্পিউটার

Computer মানুষের তৈরি একটি যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি। অন্যদিকে Common sense হলো মানুষকে আল্লাহর দেওয়া একটি রক্ত-মাংসের জ্ঞানের শক্তি তথা Computer। এটি সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই এ দুটি জ্ঞানের শক্তির মধ্যে নানা দিক থেকে অপূর্ব মিল আছে। Computer-এর তিনটি প্রধান অংশ হলো− Memory (স্মরণশক্তি), Processor (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) এবং Program। Common sense-এরও আছে Memory (স্মরণশক্তি), Processor (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) এবং Program।

বর্তমান Computer-এ যোগ বা পরিবর্তন করে Memory এবং Processing power (বিশ্লেষণ/সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা) বাড়ানো যায়। আবার Dynamic Processing power থাকা Computer-ও আছে, যার Memory বাড়ালে Processing power সাথে সাথে বেড়ে যায়। Common sense-এর Processor-টিও Dynamic। অর্থাৎ Common sense-এর Memory বাড়লে Processing power (বিশ্লেষণ/সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা) সাথে সাথে বেড়ে যায়। এ তথ্যটিই আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে−

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا ... ...

হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদেরকে (ভুল ও সঠিক) পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন ... ...।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির সরল বক্তব্য হলো− মানুষ আল্লাহ সচেতন হতে পারলে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক ও ভুল পার্থক্যকারী শক্তি তথা আকল/Common sense/বিবেক দেবেন। কিন্তু সুরা আশ শামসের ৮নং আয়াতের বক্তব্য হলো আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে সকল মানুষকে সঠিক ও ভুল পার্থক্যকারী শক্তি তথা Common sense দিয়েছেন। তাই আয়াত দুটির বক্তব্য আপাত পরস্পরবিরোধী। কিন্তু সুরা নিসার ৮২ নং আয়াতসহ অন্য আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আল কুরআনে কোনো পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

আল্লাহ সচেতন হওয়ার উপায় হলো− কুরআন, সুন্নাহ, প্রাকৃতিক নিদর্শন (বিজ্ঞান), সত্য ঘটনা, সত্য কাহিনি ইত্যাদির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করে

আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা। আর আল্লাহর অতাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া বলতে বোঝায়– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান অনুযায়ী কোনো কিছু সংঘটিত হওয়া। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা (গবেষণা সিরিজ-২৪)' নামক বইটিতে।

তাই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা, সঠিক কাহিনি ইত্যাদির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করে মানুষ যদি তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/বিবেকের Memory বাড়াতে পারে তবে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের Common sense-এর বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) বেড়ে যাবে।

Virus বর্তমান Computer-এর ক্ষমতা কমায়। তেমনই ভুল তথ্য (Virus) মানুষের Common sense-এর শক্তি বা বিশ্লেষণ ক্ষমতা কমায়।

মানুষ Computer-কে এমনভাবে তৈরি করেছে যে এটি মানুষের জানতে চাওয়া প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালাও Common sense-কে এমনভাবে প্রস্তুত করেছেন যে এটি মানুষের মনে আসা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

কুরআনের সঠিক অর্থ ও তাফসীর করা ও বোঝার জন্য Common sense-এর গুরুত্ব

আল কুরআন

তথ্য-১

... ... وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

আর যারা আকলকে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) অকল্যাণ (ভুল) চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা আকল/Common sense/বিবেককে ব্যবহার করে না আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের ওপর ভুল চেপে বসে। ঐ ভুলের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটি হলো কুরআনের ভুল তাফসীর ও অর্থ।

তথ্য-২

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (আকল/Common sense/বিবেক) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (আকল/Common sense/বিবেক) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ শামস/৯১ : ৯-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির মাধ্যমে নিশ্চয়তাসহ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করবে সে জীবন পরিচালনায় সফল হবে। আর যে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না সে জীবন পরিচালনায় ব্যর্থ হবে। এর প্রধানতম কারণ হলো– কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝতে পারা ও না পারা।

তথ্য-৩

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ...

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন মন (মনে থাকা Common sense) সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কানসম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে জানা যায়, ভ্রমণ করলে এমন আকল/Common sense/বিবেকের অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়। এ কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা আয়াতটির শেষাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

... ... فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ .

বস্তুত চোখ অন্ধ হয় না বরং অন্ধ হয়ে যায় মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি তথ্য হলো– সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে অবস্থিত Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি দেখে বা শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে দুটি উদাহরণ–

উদাহরণ-১

রোগের লক্ষণ (Symtoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না। এ চিরসত্য কথাটি সকল চিকিৎসক জানে।

উদাহরণ-২

একটি শিশু যে কখনও আপেল দেখেনি, আপেল দেখানোর পর নাম শিখিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত সে আপেল দেখে নাম বলতে পারে না। কারণ, দেখানো ফলটির নাম তার ব্রেইনে আগে থেকে নেই। তাই কুরআন বা সুন্নায় থাকা কোনো বিষয়ে মানুষের Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ আয়াত বা সুন্নাহর প্রকৃত ব্যাখ্যা মানুষ বুঝতে পারে না।

আর তাই পুরো আয়াতটি থেকে সার্বিকভাবে যা জানা যায়– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানের মানুষের ভাষা, চেহারা, পোশাক, খাবার, পশুপাখি, বৃক্ষলতা, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা, আইনকানুন ইত্যাদি দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) বই পড়া।
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা।
- Geographic Channel দেখা।
- Discovery Channel দেখা।

যে বিষয়টি উৎকর্ষিত না হলে কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা বোঝা যায় না সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আল কুরআনের যে সব আয়াতের তাফসীর মানুষ Common sense-দিয়ে বুঝতে পারবে ও পারবে না

বিষয়টি আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে জানবো।

আল কুরআন

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ
فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا

يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

তিনিই তোমার প্রতি কিতাবটি অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে কিছু হলো 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো 'অতীন্দ্রিয়'। অতঃপর যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা ভুল বোঝাবুঝি ছড়ানো এবং (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর ব্যাখ্যা বের করার জন্য। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে– আমরা এটি বিশ্বাস করি, (কারণ) এ সবই আমাদের রবের কাছ থেকে আসা। আর উলুল আলবাবগণ ছাড়া কেউ (কুরআন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট) শিক্ষালাভ করে না।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল কুরআনে দুই ধরনের আয়াত আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) ও অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত)। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো হচ্ছে কুরআনের মা বা মূল আয়াত।

কুরআনের অধিকাংশ আয়াত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তবে মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত হচ্ছে প্রায় পাঁচশতের মতো। বাকি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো (যার সংখ্যা কুরআনে অনেক বেশি) হচ্ছে মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের বক্তব্যগুলো বোঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য সাহায্যকারী আয়াত। এগুলোকে আল কুরআনে কাহিনি (কেচ্ছা) ও উদাহরণের (আমছাল) আয়াত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতে ইসলামের আকাইদ (বিশ্বাসগত বিষয়), ফারায়েজ, আখলাক (চরিত্রগত বিষয়), আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতটিতে এরপর বলা হয়েছে– যাদের মনে বক্রতা বা শয়তানি আছে তারাই ফেতনা (ভুল বোঝাবুঝি) ছড়ানো এবং প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয় আয়াতের পেছনে লেগে থাকে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। এ বক্তব্য থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়– অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ তাদের Common sense দিয়ে কখনও বুঝতে পারবে না এবং তা বোঝার চেষ্টা করাও নিষেধ।

আল কুরআনে অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের সংখ্যা খুবই কম। এসব আয়াতে অতীন্দ্রিয় বিষয় যেমন– জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আল্লাহর আরশ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু কিছু সুরার শুরুতে এক বা

একাধিক বর্ণবিশিষ্ট যে শব্দ থাকে, সেগুলোও মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- الم، ص، يس ইত্যাদি।

আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা পুরো কুরআনকে দুভাগে ভাগ করে তার এক ভাগের সাথে মানুষের Common sense বা জ্ঞানের সম্পর্ক কী, তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তাই কুরআনের অপরভাগের সাথে মানুষের Common sense বা জ্ঞানের সম্পর্ক কী হবে তা বোঝাও কঠিন নয়। চলুন একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক।

ধরা যাক এক ব্যক্তির সামনে 'ক' ও 'খ' নামের দুটি খাদ্য উপস্থিত করে বলা হলো– 'ক' খাবারটি খাওয়া যাবে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে খাদ্য দুটি খাওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তিটিকে যা তথ্য দেওয়া হয় তা হলো–

১. প্রত্যক্ষভাবে 'ক' খাদ্যটি খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।
২. পরোক্ষভাবে 'খ' নামের খাদ্যটি খেতে নিষেধ করা হয়।

উদাহরণটি সামনে রাখলে আয়াতটি থেকে কুরআনের আয়াত বোঝার সাথে Common sense/আকল/বিবেকের সম্পর্কের বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়–

ক. প্রত্যক্ষ তথ্য

১. অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহ) আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য (তাফসীর) মানুষ কখনও তাদের সাধারণ বা উৎকর্ষিত Common sense দিয়ে বুঝতে পারবে না। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে মানুষের Common sense-এর বুঝের বাইরে।
২. অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য (তাফসীর) Common sense বা অর্জিত জ্ঞান খাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করা নিষেধ তথা গুনাহের কাজ।

খ. পরোক্ষ তথ্য

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য (তাফসীর) মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারবে। অর্থাৎ সেগুলো Common sense সম্মত।
২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য (তাফসীর) Common sense খাটিয়ে বোঝা বা বের করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব।

আয়াতটির শেষে উল্লিখিত 'যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে– আমরা এটা বিশ্বাস করি, (কারণ) এসবই আমাদের রবের কাছ থেকে আগত' বক্তব্যটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলো মেনে নেওয়ার একটি যুক্তি বলে দিয়েছেন। যুক্তিটি হলো– ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় সব আয়াতই মহান

আল্লাহর কাছ থেকে আসা। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের সংখ্যা অতীন্দ্রিয় আয়াতের সংখ্যার চেয়ে বহুগুনে বেশি। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো যখন Common sense-এর ভিত্তিতে সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য, সুতরাং অভিন্ন সত্তার কাছ থেকে আসা অল্প কয়েকটি অতীন্দ্রিয় আয়াতও সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করা যৌক্তিক।

তবে আল কুরআনের বক্তব্যসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই সেখানে কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় আছে যা মানবসভ্যতার জ্ঞান একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত মানুষের বুঝে আসবে না। এ বিষয়গুলোকে সাময়িকভাবে Common sense-এর বাইরের বিষয় বলা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে–

১. রকেটে করে অল্প সময়ে গ্রহ-উপগ্রহে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রসুল স.-এর মেরাজ বোঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সুরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে। আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐদিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recoding)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বোঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু মানবসভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারছি মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কে (Computer Disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটাই শেষ বিচারের দিন সাক্ষীপ্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর সম্পর্কে কুরআনের যে আয়াত আছে আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেননি বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological Development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সঠিকত্ব প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সুরা হাদিদে বলা হয়েছে লোহা বা ধাতুর (Metal) মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এ 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন– তরবারি, বন্দুক বা কামানের শক্তি। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি।

কুরআনের অর্থ ও তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে 'Common sense আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস' তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

উদাহরণ-১

❑ অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি

কুরআন তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন– একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে 'অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি' হবে। নেকি অর্থ কল্যাণ বা উপকার। তাই কথাটির শিক্ষা হলো– কুরআন না বুঝে (অর্থ ছাড়া) পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০টি কল্যাণ বা উপকার পাওয়া যাবে। পাঠক নিজ মাথায় থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে কথাটির সঠিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলে সাথে সাথে উত্তর মিলবে– কথাটি সঠিক নয়। কারণ, একটি গল্পের বই পড়েও হাসতে বা কাঁদতে গেলে সেটি বুঝে পড়তে হয়। তাই ব্যাবহারিক গ্রন্থ কুরআন না বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০টি নেকি, কল্যাণ বা উপকার হবে কথাটি সঠিক হতে পারে না। আর তাই তাফসীরটি সঠিক নয় বলে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এখন পাঠককে তাফসীরটির সঠিকত্বের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। এ সিদ্ধান্ত পাঠক নিতে পারবেন নিম্নের তিনটি উপায়ে–

১. আয়াতটির অন্য একটি তাফসীরগ্রন্থের ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর' গ্রন্থটি এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হবে।
২. যে তাফসীরগ্রন্থটি পাঠক পড়ছেন সেটির অন্যকোনো আয়াতের তাফসীর থেকে।
৩. বিষয়টি নিয়ে কারো সুনির্দিষ্ট লেখা থাকলে সেটি পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?'** (গবেষণা সিরিজ-৭) নামক বইটি এ বিষয়ে ব্যাপক সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

❑ ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু ধরা বা স্পর্শ করা যাবে না

কুরআনের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন– একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে 'ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা (ধরা) যাবে না'। কথাটি বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে।

পাঠক নিজ মাথায় থাকা জ্ঞানের উৎস Common sense-কে কথাটির সঠিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলে সাথে সাথে উত্তর মিলবে কথাটি সঠিক নয়। কারণ, পড়া কাজটি স্পর্শ করা কাজটি অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা (ধরা) যাবে না' কথাটির সমতুল্য কথা হলো 'ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে খুন করা যাবে কিন্তু নখের আঁচড় দেওয়া যাবে না'। Common sense অনুযায়ী তথ্য হবে–

- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া গেলে অবশ্যই স্পর্শ করা (ধরা) যাবে।
- ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা (ধরা) না গেলে অবশ্যই পড়া যাবে না।

তাই তাফসীরটি সঠিক নয় বলে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আয়াতটির সঠিক তাফসীরের বিষয়ে পাঠককে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। এটি সম্ভব হবে ১ নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়গুলোর মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৯) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৩

❑ **আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানবজীবন ও বিশ্বের সব ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার সেখানে কোনো ভূমিকা নেই।**

কুরআনের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন, একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে– 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানুষ ও বিশ্বের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার সেখানে কোনো ভূমিকা নেই'। পাঠক নিজ মাথায় থাকা জ্ঞানের উৎস Common sense-কে কথাটির সঠিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলে সাথে সাথে উত্তর মিলবে কথাটি সঠিক নয়। কারণ, বাস্তবতা হলো– মানুষ ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা না চালালে কোনো কাজ সংঘটিত হয় না। তাই তাফসীরটি সঠিক নয় বলে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এখন পাঠককে আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা কী হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১ নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়সমূহের মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

৩. 'সত্য উদাহরণ আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা এবং অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

Common sense

উপস্থাপিত বক্তব্য ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য সকল উপস্থাপক উদাহরণের সাহায্য নিয়ে থাকেন। এটি একটি চিরসত্য কথা। যে উপস্থাপক যত সহজ এবং যত বেশি উদাহরণ দিতে পারেন তিনি তত ভালো উপস্থাপক বলে গণ্য হন। আর তার বক্তব্য মানুষ তত বেশি এবং তত সহজে বুঝতে ও মনে রাখতে পারে। এ তথ্যের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়, উপস্থাপিত বক্তব্য ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য উদাহরণই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়।

কুরআন হলো– মানুষ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কিত মহান আল্লাহর উপস্থাপন করা বক্তব্য। তাই Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা, বোঝা বা বোঝানোর জন্য উদাহরণই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়।

১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা, বোঝা ও বোঝানোর জন্য উদাহরণই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়।

আল কুরআন

তথ্য-১

... ... مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

... ... (কুরআনের) কোনো বক্তব্য মনগড়া রচনা নয় বরং এটির সামনে যা আছে তার সত্যায়নকারী, সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ (ব্যাখ্যা) ধারণকারী এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একটি পথনির্দেশিকা ও অনুগ্রহ।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ১১১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিসহ অনেক আয়াত থেকে জানা যায়, কুরআনের একটি আয়াত অন্য একটি আয়াতের ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা নিজে। তাই কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন।

তথ্য-২

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

আর নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– মানুষ যাতে কুরআনের বক্তব্য থেকে সহজে শিক্ষা নিতে পারে সেজন্য তিনি উদাহরণের মাধ্যমে কুরআনের বক্তব্য তাফসীর করে উপস্থাপন করেছেন। আর ঐ তাফসীর করার জন্য যত ধরনের উদাহরণ আছে তার সবগুলোকে তিনি ব্যবহার করেছেন। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সকল বিষয়ের উদাহরণ আল্লাহ কুরআনে ব্যবহার করেছেন তা হলো–

- আকল/Common sense/বিবেক।
- সব ধরনের বিজ্ঞান।
- সাধারণ ঘটনা ও কাহিনি।
- ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাহিনী।

তথ্য-৩

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

আর রসুলগণের সংবাদসমূহ থেকে আমরা যে ঘটনা (উদাহরণ) তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমরা তোমার মনকে (ঈমান) দৃঢ় করি। আর এর মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য শিক্ষা, উপদেশ ও স্মারক (স্মরণ রাখার বিষয়)।

(সুরা হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য উদাহরণকে মু'মিনদের জন্য ঈমান দৃঢ় করা, সত্য শিক্ষা, উপদেশ এবং স্মরণ রাখার বিষয় তথা স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করার বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্য-৪

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা/শিক্ষা :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا .....

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে।

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের বক্তব্য হলো কুরআনকে ব্যাখ্যা করার জন্য মহান আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই আয়াতাংশটির শিক্ষা হলো কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ .....

যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। তাই সহজে বলা যায়– কুরআন অনুযায়ী সত্য উদাহরণের গুরুত্ব কুরআনের আয়াতের গুরুত্বের সমান।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا .....

আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা : এখানে যারা প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য তুচ্ছ মনে করে তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে।

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ....

(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম বা বিধান অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআন জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করার কারণে অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়।

وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ....

আবার (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম বা বিধান অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআন জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করার কারণে অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই তারা সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ .

আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম বা বিধান অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআন জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করে শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা পথভ্রষ্ট হয়।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো বিষয়ের উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (মানব শারীরবিজ্ঞানসহ) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

♣♣ এগুলোসহ আরও আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে সত্য উদাহরণের গুরুত্ব কুরআনের আয়াতের গুরুত্বের সমান।

যেসব স্থানে তাফসীর বোঝার সহায়ক বহু উদাহরণ (জ্ঞান) আছে বলে কুরআন ও হাদীস জানিয়েছে

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ ... ...

আর তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনের (শিক্ষণীয় বিষয়) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যে সকল জীবজন্তু ছড়িয়ে আছে সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্ব। ... ...

(সুরা শূরা/৪২ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ উভয় স্থানে মানুষসহ যে সকল প্রাণী রয়েছে তাদের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে কুরআনের তাফসীর করা বা বোঝার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অনেক সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তথা উদাহরণ আছে।

তথ্য-২

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.

তবে কি তারা দেখে না উটকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশকে কীভাবে উঁচু করা হয়েছে? আর পর্বতমালাকে কীভাবে গেড়ে দেওয়া হয়েছে? আর ভূমণ্ডলকে কীভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে?

(সুরা আল গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

ব্যাখ্যা : অতীতে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে যোগ হয়েছে অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র। অন্যদিকে আয়াতগুলোর উপস্থাপনভঙ্গি তিরস্কারমূলক। তাই আয়াতগুলোতে খালি চোখ, অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে উটের সৃষ্টি, আকাশসমূহকে উঁচু করা, পর্বতমালাকে শক্ত করে দাঁড় করানো এবং ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করার বিষয়গুলো বৈজ্ঞানিকভাবে না দেখা তথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জন না করার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে।

এর কারণ হলো–

১. বিষয়গুলোর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা মানুষের দুনিয়ার জীবনের সুখ-শান্তির জন্য প্রয়োজন।

২. বিষয়গুলোর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তথা উদাহরণ কুরআনের তাফসীর করা বা বোঝার জন্য দারুণভাবে সহায়ক।

তথ্য-৩

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ.

আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে বহু নিদর্শন (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে, তারা এসবের ওপর দিয়ে চলাচল করে কিন্তু তারা এসবকে উপেক্ষা করে।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ১০৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে– আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং মানুষের চলার পথের চতুর্দিকে অনেক সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষণীয় বিষয় তথা উদাহরণ রয়েছে যা মানুষের দুনিয়ার জীবনের সুখ-শান্তি এবং কুরআনের তাফসীর করা বা বোঝার জন্য সহায়ক। কিন্তু মানুষ সেগুলোকে উপেক্ষা করে।

কুরআনের অর্থ ও তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে 'সত্য উদাহরণ'-এর ব্যবহারপদ্ধতি

উদাহরণ-১

❑ অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠক দেখলেন যে– একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে 'অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি' পাওয়া যাবে। নেকি অর্থ কল্যাণ বা লাভ। তাই এ কথাটির অর্থ হলো কুরআন না বুঝে (অর্থ ছাড়া) পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০টি কল্যাণ বা লাভ পাওয়া যাবে।

কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ (Applied Book)। ব্যাবহারিক গ্রন্থ না বুঝে পড়ার পরিণাম সম্পর্কিত একটি সহজ উদাহরণ হলো– চিকিৎসাবিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ না বুঝে পড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করার (অপারেশন করা) পরিণাম। চিকিৎসাবিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ না বুঝে পড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করলে রোগী মারা যাবে এবং রোগীর লোকেরা এসে ঐ চিকিৎসককেও মেরে ফেলবে। এটি একটি সহজবোধ্য সত্য উদাহরণ। কুরআন অনুযায়ী এ উদাহরণটি হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা একটি সত্য শিক্ষা। অর্থাৎ এ উদাহরণটির গুরুত্ব কুরআনের আয়াতের গুরুত্বের সমান।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– না বুঝে (অর্থ ছাড়া) কুরআন পড়ে ইসলাম প্রাকটিস করলে ব্যক্তি মুসলিমের সওয়াব (কল্যাণ) নয়, ব্যাপক ক্ষতি (বড়ো গুনাহ) হবে। তাই Common sense জাগ্রত থাকা সকল পাঠক এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন যে– 'অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি' তাফসীরটি সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতটির প্রকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা কী হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে–

১. আয়াতটির অন্য একটি তাফসীরগ্রন্থের ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর'** গ্রন্থটি এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হবে।

২. যে তাফসীরগ্রন্থটি পাঠক পড়ছেন সেটির অন্যকোনো আয়াতের তাফসীর থেকে।

৩. বিষয়টি নিয়ে কারো সুনির্দিষ্ট লেখা থাকলে সেটি পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?'** (গবেষণা সিরিজ-৭) নামক বইটি এ বিষয়ে ব্যাপক সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

❑ সালাত কায়েম করা (প্রতিষ্ঠা করা) কথাটির ব্যাখ্যা

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন– একটি আয়াতে থাকা 'আকিমুস সালাত' বাক্যটির তাফসীর লেখা হয়েছে 'সালাতের অনুষ্ঠান নিয়মকানুন (আরকান-আহকাম) মেনে নিজে নিষ্ঠার সাথে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা'।

আনুষ্ঠানিক বিষয় হলো সে বিষয় যা পালন করতে সকলকে একই ধরনের অনুষ্ঠান করতে হয়। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক কাজ করার প্রতিষ্ঠান। কারণ, এগুলোতে সকল ছাত্রকে অভিন্ন অনুষ্ঠান করতে হয়। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা বলতে সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুষ্ঠান নিয়মকানুন মেনে পালন করাকে বোঝায় না। বোঝায়– প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুষ্ঠান নিয়মকানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

সালাত একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাত। কারণ, সালাত পালন করার সময় সকলকে অভিন্ন অনুষ্ঠান করা লাগে। তাই আনুষ্ঠানিক বিষয় প্রতিষ্ঠা করার ওপরে বর্ণিত সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– সালাত প্রতিষ্ঠা করা বলতে সুন্দর মসজিদ বানিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান নিয়মকানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বোঝাবে না। সালাত প্রতিষ্ঠা করা বলতে বোঝাবে– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়মকানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান

ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

তাই Common sense জাগ্রত থাকা সকল পাঠক এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন যে– 'আকিমুস সালাত' বাক্যটির তাফসীর 'সালাতের অনুষ্ঠান নিয়মকানুন (আরকান-আহকাম) মেনে নিজে নিষ্ঠার সাথে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা' সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতটির প্রকৃত তাফসীর কী হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন **১** নং উদাহরণে বর্ণিত তিনটি উপায়ে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে'** (গবেষণা সিরিজ-৩) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৩

❑ 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' বক্তব্যধারণকারী আয়াতের তাফসীর

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠকের নজরে পড়লো একটি আয়াতে থাকা 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' বাক্যটির তাফসীর লেখা হয়েছে– আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়। কার্যসম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো ভূমিকা নেই।

সত্য উদাহরণ হলো– মানুষকে কাজ করে অর্থ উপার্জন করার পর বাজারে গিয়ে খাবারের উপকরণ কিনতে হয়। তারপর বাড়িতে নিয়ে তা রান্না করতে হয়। অতঃপর সে রান্না করা খাবার নিজে মুখে উঠিয়ে দেওয়ার পর খাবার খাওয়ার কাজটি সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা ছাড়া কোনো কাজ ঘটে না। তাই এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense জাগ্রত থাকা সকল পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন যে- 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' বাক্যটির তাফসীর 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়, কার্যসম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো ভূমিকা নেই' সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতটির প্রকৃত তাফসীর কী হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন **১** নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়সমূহের মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটি এ বিষয়ে পাঠকের জন্য ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

৪. 'বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী কথা কুরআনে নেই' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা এবং অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

Common sense

বিজ্ঞানের সূত্রগুলো প্রণয়ন করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। বিজ্ঞানীরা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উদ্‌ঘাটন (Discover) করেছেন মাত্র। তাই Common sense অনুযায়ী বিজ্ঞানের সঠিক তথ্য এবং ঐ বিষয়ে কুরআনের তথ্য অভিন্ন হওয়ার কথা। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী কথা কুরআন তথা ইসলামে না থাকার কথা বা নেই।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী কথা কুরআন তথা ইসলামে নেই।

আল কুরআন

তথ্য-১

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্র (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাবো, যতদিন না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআন) সত্য। ... ...

(হা মীম আস সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ, অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ দেখাতে থাকবেন কথাটির অর্থ হলো– গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার মাধ্যমে মানুষ দেখতে পাবে।

তাই আয়াতটিতে বলা হয়েছে– খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের সঠিক তথ্য অভিন্ন হবে।

তথ্য-২

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ... ...

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (সত্য শিক্ষা) ... ...।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে কুরআনের আয়াত ধারণ করে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা। তাই বিজ্ঞানের তথ্য সঠিক হলে তা সবসময় কুরআনের আয়াতের বক্তব্যের সম্পূরক বা পরিপূরক হবে। কখনও বিপরীত হবে না।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী কথা কুরআন তথা ইসলামে নেই। কুরআন পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম– ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী কথা কুরআন তথা ইসলামে নেই।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ قَالَ إِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ... ...

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসুল স.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসুল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চিনবে? রসুল স. বললেন– যখন সে তার নিজেকে চিনবে। ... ...

(আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্বীন, পৃ. ১৮২)

ব্যাখ্যা : হাদীসটিকে কেউ কেউ সনদের (বর্ণনাধারা) দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীসটির বক্তব্যবিষয় (মতন) কুরআনের সাথে ভীষণভাবে সংগতিশীল।

হাদীসটির বক্তব্য হলো– যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে। রবকে চেনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের তাফসীর বোঝা। নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক হলো–

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।

২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসাবিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভরশীল। তাই হাদীসটি অনুযায়ী– চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্য আর কুরআনের ঐ বিষয়ের তথ্য অভিন্ন হবে। তাই হাদীসটি অনুযায়ী– চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঠিক তথ্য কুরআনের সঠিক অর্থ বা তাফসীর করা ও বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআনের অর্থ ও তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে আলোচ্য তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

উদাহরণ-১

❑ **'শেষ বিচারের দিন মানুষের করা বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ ও বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ দেখানো হবে' আয়াতের তাফসীর।**

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠক দেখলেন যে, সুরা ঝিলঝালের ৭ ও ৮ নং আয়াতে থাকা 'অতঃপর কেউ বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে' বক্তব্যের তাফসীর লেখা হয়েছে– পরকালে মানুষ দুনিয়ায় করা বিন্দু পরিমাণ সৎকাজের (সওয়াব) জন্য পুরস্কার এবং বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজের

(গুনাহ) জন্য শাস্তি পাবে। তাই যার আমলনামায় সওয়াব ও গুনাহ উভয়টি থাকবে সে প্রথমে গুনাহের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। অতঃপর সওয়াবের জন্য তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে এনে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। এরপর সে চিরকাল জান্নাতে থাকবে।

ভিডিও (VIDEO) ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার পরের যুগে তাফসীর পাঠকদের সুরা ঝিলঝালের ৭ ও ৮ নং আয়াতের উল্লিখিত তাফসীর দেখার সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তাফসীরটি সঠিক নয়। কারণ আয়াত দুটিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া নয় বরং কাজ দেখানোর কথা বলা হয়েছে। ভিডিও ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার আগের মানুষদের জানা ছিল না যে– মানুষের কাজকে ভিডিও করে সংরক্ষণ করে রাখা এবং পরে তা প্লে করে আবার দেখানো যায়। তাই ভিডিও ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার আগের তাফসীরকারকগণের তাফসীরে সুরা ঝিলঝালের ৭ ও ৮ নং আয়াতের উল্লিখিত তাফসীর থাকতে পারে। আর এর কারণ হলো– যুগের বিজ্ঞানের জ্ঞানের দুর্বলতা।

এখন পাঠককে আয়াত দুটির প্রকৃত তাফসীর কী হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত উপায়ে–

১. আয়াতটির অন্য একটি তাফসীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর'** গ্রন্থটি এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হবে।

২. যে তাফসীরগ্রন্থটি পাঠক পড়ছেন সেটির অন্যকোনো আয়াতের তাফসীর থেকে।

৩. বিষয়টি নিয়ে কারো সুনির্দিষ্ট লেখা থাকলে সেটি পড়ার মধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-১৩) এবং **'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৩৪) নামক বই দুটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আয়াত দুটির সঠিক তাফসীর হবে– 'পরকালে বিচারের সময় মানুষকে তাদের দুনিয়ার জীবনে করা বিন্দু পরিমাণ সৎ ও অসৎকাজের ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে দেখানো হবে'।

উদাহরণ-২

❑ মানবভ্রূণ বৃদ্ধির বর্ণনা ধারণকারী আয়াতে থাকা 'আলাক' শব্দের অর্থ

কুরআন মাজীদের অর্থ/অনুবাদ পাঠক দেখতে পেলেন– 'আলাক' শব্দের অর্থ জমাট বাঁধা রক্ত ধরে মানবভ্রূণের বৃদ্ধির স্তরের বর্ণনা ধারণকারী আয়াতের অর্থ লেখা আছে– মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। মানবভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর সম্পর্কিত প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার হওয়ার আগের মানবসভ্যতার মানবভ্রূণের বৃদ্ধির স্তরের সঠিক জ্ঞান ছিল না। তাই সে যুগের কুরআনের অর্থ বা তাফসীরকারকগণের গ্রন্থে ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর সম্পর্কে বর্ণনা থাকা আয়াতের উল্লিখিত ধরনের অর্থ থাকতে পারে। কিন্তু ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের জ্ঞান থাকা পাঠকদের একটি আয়াতের উল্লিখিত ধরনের অর্থ দেখার সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আয়াতের অর্থটি সঠিক নয়। কারণ, বর্তমান যুগের মানব শারীরবিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্য হলো– মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের জীবন্ত শুক্রাণু এবং মহিলাদের জীবন্ত ডিম্বের মিলন থেকে। জমাট বাঁধা রক্ত থেকে নয়।

এখন পাঠককে উল্লিখিত ধরনের আয়াতের সঠিক অর্থ কী হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১ নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়সমূহের মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৩৪) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

মায়ের পেটে প্রথম দিকে মানবভ্রূণকে কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তুর মতো দেখা যায়। আরবীতে ঝুলে থাকা বস্তুকে 'আলাক' বলে। তাই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আলাক থেকে বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের বর্তমান যুগের অর্থ হবে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু থেকে। ছবি দেখুন–

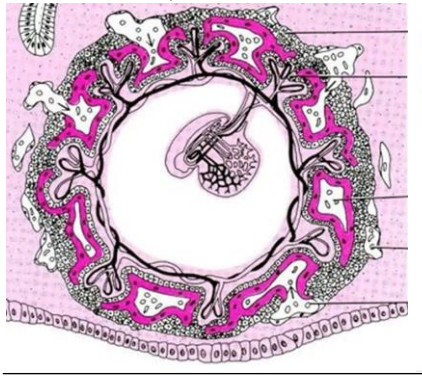

উদাহরণ-৩

❑ মন (অন্তর/Mind) অবস্থিত বক্ষে

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন 'সদর' শব্দটি ধারণকারী বিভিন্ন আয়াতের 'সদর' শব্দের অর্থ 'বক্ষ' ধরে যে অর্থ বা তাফসীর করা হয়েছে তাতে ধারণা হয় যে– জ্ঞান, প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা, দুঃখ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি থাকে বক্ষে তথা বক্ষে থাকা হৃৎপিণ্ডে। বর্তমান মানব শারীরবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো– জ্ঞান, প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা, দুঃখ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি ধারণকারী মন (অন্তর/Mind) অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)। বক্ষে থাকা হৃৎপিণ্ডের একমাত্র কাজ হলো রক্ত পাম্প করা। তাই রোগ চিকিৎসার প্রয়োজনে হৃৎপিণ্ড কেটে ফেলে সেখানে একটি পাম্পিং যন্ত্র লাগিয়ে দিলে মানুষের জ্ঞান, প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা, দুঃখ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে এবং মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। ছবি দেখুন–

তাই পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন যে– 'সদর' শব্দটি ধারণকারী আয়াতের উল্লিখিত অর্থ বা তাফসীর সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতগুলোর প্রকৃত অর্থ বা তাফসীর কী হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি জানতে পারবেন ১ নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়সমূহের মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'মানব শরীরে ক্বলব-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৩৬) এবং **'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৩৪) নামক বই দুটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

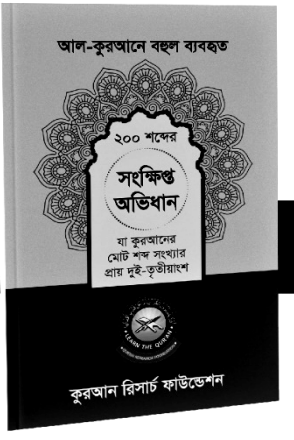

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান
যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ
কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...

৫. 'কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা এবং অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

Common sense

একটি তথ্য কোনো গ্রন্থে লিখতে কাগজ ও কালি খরচ হয়। আর তা পড়তে সময় ব্যয় হয়। কুরআনের কোটি কোটি কপি লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। আর প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ কুরআন পড়ছে। তাই কুরআনে একটিও শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত থাকলে তা লেখা ও পড়া সম্পদ ও সময়ের বিরাট অপচয়। আর তাই Common sense সম্পন্ন সকল মানুষ দ্বিধাহীনভাবে বলবেন– কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত থাকতে পারে না।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কুরআনে কোনো শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই। অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

আল কুরআন

তথ্য-১

... ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.

আর তোমরা অপচয় করবে না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।

(সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ২৬-২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে কথার মাধ্যমে আল্লাহ অপচয় করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর শরীরে পিত্তরস ও পিত্তথলি সৃষ্টি করে কাজের মাধ্যমে আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি নিজেও অপচয় করেন না।

চর্বি জাতীয় খাবার হজম হওয়ার জন্য পিত্তরস লাগে। মানুষের শরীরে পিত্তরস তৈরি করে লিভার। লিভার ২৪ ঘণ্টা ধরে ঐ পিত্তরস তৈরি করে। মানুষের পেট যখন খালি থাকে তখন লিভারে যে পিত্তরস তৈরি হয় তা যদি সরাসরি খাদ্যনালিতে (Intestine) চলে যায় তবে তা অপচয় হবে। কারণ, খাদ্যনালিতে তখন হজম করার মতো কোনো খাবার থাকে না। তাই আল্লাহ তা'য়ালা পিত্তনালির শেষ অংশে একটি গেট (Sphincter) এবং পিত্তরস জমা করে রাখার জন্য মানুষের শরীরে একটি পিত্তথলি তৈরি করে রেখেছেন। খাদ্য হজম হয়ে যাওয়ার পর খাদ্যনালি খালি হয়ে গেলে পিত্তনালির শেষপ্রান্তে থাকা গেটটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পিত্তরস খাদ্যনালিতে যেতে না পেরে পিত্তথলিতে গিয়ে জমা হয়। খাদ্য গ্রহণের পর খাবার খাদ্যনালিতে পৌঁছলে পিত্তনালির শেষে থাকা গেটটি খুলে যায় এবং খাদ্যনালিতে খাবার আসার খবরটি 'কলিসিসটোকাইনিন' নামক হরমোনের মাধ্যমে পিত্তথলির কাছে পৌঁছে যায়। পিত্তথলি তখন সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সেটিতে জমা থাকা পিত্তরস পিত্তনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যনালিতে পাঠিয়ে দেয়। ছবি দেখুন–

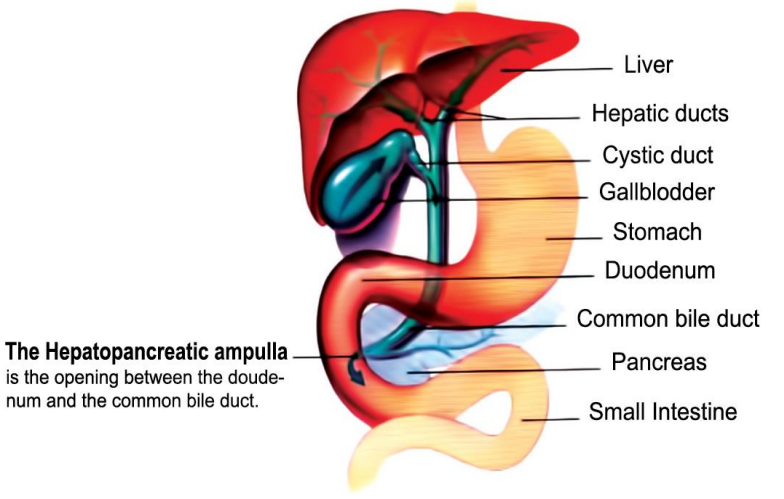

তাহলে দেখা যায়– এক ফোটাও পিত্তরস যেন অপচয় না হয় সেজন্য মহান আল্লাহ মানবশরীরে এক অপূর্ব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

কুরআনে একটিও শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত থাকার অর্থ হলো মানুষের কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘণ্টা সময়ের অপচয় হওয়া। তাই কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে

তথ্যটি আল্লাহর নিজ কথা (তোমরা অপচয় করবে না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই) ও কাজের (পিত্তথলি সৃষ্টি করা) বিপরীত।

কুরআনে বিপরীত কথা না থাকার কথাটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا .

অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা এটিতে অনেক পরস্পরবিরোধিতা (পরস্পরবিরোধী বক্তব্য) পেত।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৮২)

তাই সহজে বলা যায়– কুরআনে একটিও শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত থাকতে পারে না।

তথ্য-২

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَاۤ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ .

নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্য তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দেবেন। (সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর মূল শিক্ষা হলো– কুরআনের কিছু আয়াত অনুসরণ করা আর কিছু আয়াত অনুসরণ না করার পরিণতির শিক্ষা। এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের মিথ্যা ধারণা দিয়েছে যে– কুরআনের কিছু আয়াত অনুসরণ না করলেও তারা ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকবে।

২. ঐ আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে।

৩. ঐ ধরনের আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা। অর্থাৎ–

- কুরআনের কিছু অনুসরণ করা এবং কিছু অনুসরণ না করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।
- পুরো কুরআন অনুসরণ করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

৪. ঐ রকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে কথাটি বিশ্বাস করা ও মানার অর্থ হলো ঐ আয়াতটি বা আয়াতগুলোর শিক্ষা অনুসরণ না করা। আলোচ্য আয়াতটি অনুযায়ী এ ধরনের ব্যক্তিদের সকল আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। ফলে তাদের পরকালে চিরকালের জন্য জাহান্নাম ভোগ করতে হবে। আলোচ্য আয়াতটির ভিত্তিতেও সহজে বলা যায়– কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে কথাটি সঠিক হতে পারে না।

তথ্য-৩

... ... لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ.

... ... প্রত্যেক যুগের (নির্দিষ্ট সময়কাল) জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ।

(সুরা আর রা'দ/১৩ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতাংশটির মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি যে কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন তার প্রতিটি কার্যকরী থাকার সময়কাল (মেয়াদ) নির্দিষ্ট করা আছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে দেওয়া মেয়াদের মধ্যে আল্লাহর কোনো কিতাবের আয়াত রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না। কুরআনের মেয়াদ হলো– নাযিল শুরু হওয়ার দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই আয়াতটি অনুযায়ী কুআনের কোনো আয়াত বা তার শিক্ষা অবশ্যই রহিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই হবে না।

তথ্য-৪

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

নিশ্চয় আমরা যিকরটি (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর হিফাজতকারী।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৯)

ব্যাখ্যা : সহজেই বোঝা যায়, কুরআনকে হিফাজত করার অর্থ এটি নয় যে– আল্লাহ কুরআনকে ছেঁড়া, পাড়ানো, পোড়ানো ইত্যাদি থেকে রক্ষা করবেন। বরং কথাটির অর্থ হবে– আল্লাহ কুরআনের আয়াতকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিত হওয়া থেকে হিফাজত করবেন। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও কুরআনের কোনো আয়াত বা তার শিক্ষা অবশ্যই রহিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই রহিত হবে না।

তথ্য-৫

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

আমরা যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই সে জায়গায় তার চেয়ে উত্তম অথবা তার অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান?

(সুরা আল বাকার/২ : ১০৬)

ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াত এবং এ ধরনের কিছু আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে কুরআনের আয়াত রহিত হওয়ার তথ্যটি সৃষ্টি হয়েছে। আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অর্থ হলো– আমরা (আগের কিতাবের) যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই (কিতাবের পরের সংস্করণে) সে জায়গায় তার চেয়ে উত্তম অথবা তার অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান?

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে তাই বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরআনে কোনো শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই। অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ... ... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ) قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ

الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম। তাই তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল। তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। **তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে অসত্য ঘোষণা/রহিত করার (Deny) জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং এক অংশ অন্য অংশকে সত্য ঘোষণা/পূর্ণতা (Completeness) দেওয়ার জন্য নাযিল করা হয়েছে।** তাই এটির যা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর এটির যে বিষয়ে তোমরা জাহিল (আকল দিয়ে বুঝতে অক্ষম) তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– কুরআনের একটি আয়াত রহিত করার জন্য নয়, সত্য ঘোষণা তথা পরিপূর্ণতা

দেওয়ার জন্য নাযিল করা হয়েছে। তাই হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– আল কুরআনে কোনো রহিতকারী (নাসিখ) বা রহিত হওয়া (মানসুখ) আয়াত নেই।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد... ... ... عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوْهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। কুরআনে সন্দেহ করা কুফরী। কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। অতঃপর বলেন– এটির যা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর এটির যে বিষয়ে তোমরা জাহিল (আকল দিয়ে বুঝতে অক্ষম) তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭৯৭৬
- হাদীসটির সনদ মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : 'কুরআনে সন্দেহ করা' কথাটির মূল অর্থ হলো– কুরআন আল্লাহর কিতাব কি না এটি নিয়ে সন্দেহ করা। তাই হাদীসটির মাধ্যমে জানানো হয়েছে– কুরআন আল্লাহর কিতাব কি না এটি নিয়ে সন্দেহ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার বিষয়টিতে সন্দেহের প্রকাশ দুভাবে ঘটতে পারে–

১. কুরআন জাদুকরের কথা, মুহাম্মাদের নিজের লেখা, শয়তানের শিখিয়ে দেওয়া, বড়ো কোনো কবি গোপনে মুহাম্মাদকে লিখে দিয়েছে ইত্যাদি ধরনের কথা সরাসরি বলা বা লেখার মাধ্যমে।
২. কুরআনের আয়াতের এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা বলা/লেখা যাতে কুরআন আল্লাহর কিতাব কি না এ বিষয়ে মানুষ সন্দেহে পড়ে যায়। যেমন–
   - অযৌক্তিক তথা সঠিক আকল/Common sense/বিবেক (আকলে সালিম) বিরোধী অর্থ/ব্যাখ্যা বলা/লেখা
   - পরস্পরবিরোধী অর্থ/ব্যাখ্যা বলা/লেখা।

- কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) ও রহিত হওয়া (মানসুখ) আয়াত আছে বলা/লেখা।
- বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার বিরোধী অর্থ/ব্যাখ্যা বলা/লেখা।
- সত্য উদাহরণের বিরোধী অর্থ/ব্যাখ্যা বলা/লেখা।
- মানুষ ও বিশ্বের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটে। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো মূল্য নেই বলা/লেখা।
- মানুষের সকল কাজের ভাগ্য/পরিণতি পূর্বনির্ধারিত বলা/লেখা।
- মানুষের জান্নাত ও জাহান্নাম প্রাপ্তি পূর্বনির্ধারিত বলা/লেখা।
- ইত্যাদি।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) ও রহিত হওয়া (মানসুখ) আয়াত নেই।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِي ... ... عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

ইমাম আন নাসাঈ রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ রা. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। কুরআনে সন্দেহ করা কুফরী।

- নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-৮০৯৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. আবূ হুরাইরাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমাদ বিন হাম্বল রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেন– কুরআনে সন্দেহ করা কুফরী।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৬০৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২ নং হাদীসটির অনুরূপ।

কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে আলোচ্য তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

উদাহরণ-১

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন, একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে– আয়াতটির তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা রহিত হয়ে গেছে। 'কুরআনের কোনো শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন যে– আয়াতটির উল্লিখিত তাফসীর সঠিক নয়।

এখন পাঠককে জানতে হবে আয়াতটি থেকে মুসলিমদের শিক্ষা কী? এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে–

১. আয়াতটির অন্য একটি তাফসীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর'** গ্রন্থটি এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হবে।

২. যে তাফসীরগ্রন্থটি পাঠক পড়ছেন সেটির অন্য কোনো আয়াতের তাফসীর থেকে।

৩. বিষয়টি নিয়ে কারো সুনির্দিষ্ট লেখা থাকলে সেটি পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে কথাটি কি সঠিক?'** (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন, একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে– 'আয়াতটি ইহুদী বা খ্রিষ্টানদের জন্য প্রযোজ্য, মুসলিমদের জন্য রহিত'। 'কুরআনের কোনো শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন যে, আয়াতটি সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়।

এখন পাঠককে চূড়ান্তভাবে জানতে হবে আয়াতটি থেকে মুসলিমদের শিক্ষা কী? এটি তিনি জানতে পারবেন **১** নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়ে।

৬. 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা এবং অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

তথ্য-১

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ.

আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন? (সুরা আত ত্বীন/৯৫ : ৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক।

তথ্য-২

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ.

আর তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহ মীমাংসা করে দেওয়া পর্যন্ত তুমি ধৈর্যধারণ করো। আর আল্লাহই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী/বিচারক। (সুরা ইউনুস/১০ : ১০৯)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।

তথ্য-৩

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ... ... ...

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন। ... ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা : ১ ও ২ নং তথ্যে আল্লাহ তা'য়ালা নিজে জানিয়েছেন যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক। অন্যদিকে আলোচ্য আয়াতের তথ্যটি প্রমাণ করে যে– আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক। আয়াতটিতে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি জন্মগতভাবে মানুষের একজনকে অন্যজন থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম দিয়েছেন। এটি বাস্তবেও আমরা দেখি। যেমন মুসলিমের ঘরে জন্মানো ব্যক্তি অমুসলিমের ঘরে জন্মানো ব্যক্তির তুলনায় ইসলাম জানা, বোঝা ও মানার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি পায়। গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশু ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুর তুলনায় লেখাপড়া করার সুযোগ অনেক কম পায়।

আয়াতটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– শেষবিচারের দিন জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পাওয়ার বিষয়টি সামনে রেখেই তিনি বিচার করবেন। এটি অত্যন্ত যৌক্তিক একটি বিষয়। পৃথিবীর কোনো বিচারালয়ে এ বিষয়টি সামনে রেখে বিচার করা হয় না। তাই আয়াতটির তথ্যের ভিত্তিতে সহজেই বলা যায়– আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।

তথ্যটি ব্যবহারের উদাহরণ

উদাহরণ-১

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে– মানুষের সকল বিষয়ের ভাগ্য, পরিণতি বা ফলাফল এমনকি একজন মানুষ পরকালে জান্নাত না জাহান্নাম পাবে সবকিছুই আল্লাহ আগে নির্ধারণ করে রেখেছেন। 'আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন যে– আয়াতটির উল্লিখিত তাফসীর সঠিক নয়। কারণ–

১. কারো ভাগ্যে আগে থেকে আল্লাহ তা'য়ালার জান্নাত নির্ধারণ করে রাখার অর্থ হলো– তার আমলনামায় যত গুনাহ থাকুক না কেন শেষবিচারের দিন বিচার করে আল্লাহ তাকে জান্নাতে পাঠাবেন। আর কারো ভাগ্যে আগে থেকে জাহান্নাম নির্ধারণ করে রাখার অর্থ হলো– তার আমলনামায় যত নেকিই থাকুক না কেন শেষবিচারের দিন বিচার করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে পাঠাবেন। যিনি এ ধরনের বিচার করবেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দূরের কথা সাধারণ ন্যায়বিচারকও নন (নাউযুবিল্লাহ)। এটি অত্যন্ত সহজবোধ্য একটি বিষয়।

২. কোনো কাজের (আমল) ফলাফল আগে থেকে 'ব্যর্থ' নির্দিষ্ট করে রাখার অর্থ হলো ব্যক্তি কাজটি যতই সঠিকভাবে করুক না কেন তার ফলাফল ব্যর্থ ধরা। আর কোনো কাজের (আমল) ফলাফল আগে

থেকে 'সফল' নির্দিষ্ট করে রাখার অর্থ হলো ব্যক্তি কাজটি যতই ভুলভাবে করুক না কেন তার ফলাফল সফল ধরা। সহজেই বলা যায়– কাজের আগে নির্ধারণ করে রাখা ফলাফলের ভিত্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার দেওয়া কোনো ন্যায়বিচারকের কাজ হতে পারে না।

এখন পাঠককে আয়াতটির প্রকৃত তাফসীর কী তা জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে–

১. আয়াতটির অন্য একটি তাফসীরগ্রন্থের ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর'** গ্রন্থটি এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হবে।

২. যে তাফসীরগ্রন্থটি পাঠক পড়ছেন সেটির অন্যকোনো আয়াতের তাফসীর থেকে।

৩. বিষয়টি নিয়ে কারো সুনির্দিষ্ট লেখা থাকলে সেটি পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-১৭) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে– 'মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না, সবকিছু হয় আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায়'। 'আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন যে– আয়াতটির উল্লিখিত অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, ভালো বা খারাপ সকল কাজ আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটলে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার সেখানে কোনো ভূমিকা থাকে না। এমনটি হলে ভালো ও খারাপ কাজের ভিত্তিতে বিচার করে পরকালে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া মোটেই যৌক্তিক হবে না। আর ঐ বিচারে যিনি বিচারক থাকবেন (আল্লাহ) তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক উপাধি পেতে পারেন না (নাউযুবিল্লাহ)।

এখন পাঠককে আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা কী তা জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১ নং উদাহরণে উল্লিখিত তিনটি উপায়ে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

৭. 'আল্লাহ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা এবং অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

তথ্য-১

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا... ... ...

তিনিই তোমাদের (কল্যাণের) জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশে জানানো হয়েছে পৃথিবীর সবকিছুকে মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল জিনিসের মধ্যে মানুষের কিছু না কিছু কল্যাণ রয়েছে।

তথ্য-২

... ... مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

... ... (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো।

(সুরা আল মায়েদা/৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, সালাতের আগে ওজু বা গোসলের যে আদেশ তিনি দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য মানুষকে কষ্ট দেওয়া নয়। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁর তরফ থেকে মানুষের কল্যাণ চাওয়ার বিষয়টিকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেওয়া। এখান থেকে বোঝা যায়, মহান আল্লাহ মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে কল্যাণময় করার জন্য যা যা দরকার তার সবকিছুর ব্যবস্থা

করেছেন। ওজু বা গোসলের মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কল্যাণ হলো– চামড়ার অনেক প্রদাহ রোগ থেকে মুক্ত থাকা।

তথ্য-৩

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ... ...

তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো (সৃষ্টি করা) হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার জন্য, তোমরা (জন্মগতভাবে) জানা বিষয় (ন্যায় কাজ) বাস্তবায়ন করবে এবং অস্বীকার করা বিষয় (অন্যায় কাজ) প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। ... ...

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশে মানুষের কল্যাণ করাকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সে কল্যাণ করার পথও বলে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-৪

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

(সুরা আল ফাতিহা/১ : ২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিসহ অনেক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি মানুষের জন্য সবচেয়ে দয়ালু সত্তা।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : উল্লিখিতগুলোসহ আরো অনেক আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– আল্লাহ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা।

অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে তথ্যটির ব্যবহারপদ্ধতি

উদাহরণ-১

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে– মু'মিন ব্যক্তি যত বড়ো অপরাধ (গুনাহ) করুক না কেন চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিছুদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে। 'আল্লাহ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন যে, আয়াতটির উল্লিখিত তাফসীর সঠিক নয়। কারণ,

অনন্তকালের তুলনায় কিছুদিন কোনো সময়ই না। সে কিছুদিন কোটি বছর হলেও। তাই অনেক মু'মিন মনে করবে দুর্নীতি, ঘুষ, ফাঁকিবাজি, ধোঁকাবাজি, ভেজাল দেওয়া, আমানতের খিয়ানত করা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ইত্যাদি বড়ো অপরাধ করে দুনিয়ায় মজা ভোগ করে নিই। আর পরকালে কিছুদিন জাহান্নামে চোখ-কান বন্ধ করে থাকবো। তারপরতো অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবো। তাই 'মু'মিন ব্যক্তি যত বড়ো অপরাধ (গুনাহ) করুক না কেন চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিছুদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে' তথ্যটি সঠিক হলে মুসলিম সমাজে বড়ো অপরাধীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে এবং মুসলিম দেশ বা সমাজ অশান্তিময় হবে। আর তাই তথ্যটি সঠিক হলে ব্যক্তির প্রতি দয়া দেখানো হবে কিন্তু সমষ্টিকে ভীষণ কষ্ট দেওয়া হবে। এটি মানুষের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দয়ালু হওয়ার পরিচয় হবে না।

এখন পাঠককে আয়াতটির প্রকৃত তাফসীর কী তা জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে–

১. আয়াতটির অন্য একটি তাফসীরগ্রন্থের ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর'** গ্রন্থটি এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হবে।

২. যে তাফসীরগ্রন্থটি পাঠক পড়ছেন সেটির অন্য কোনো আয়াতের তাফসীর থেকে।

৩. বিষয়টি নিয়ে কারো সুনির্দিষ্ট লেখা থাকলে সেটি পড়ার মাধ্যমে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

কুরআন মাজীদের তাফসীর পাঠক দেখতে পেলেন একটি আয়াতের তাফসীরে লেখা আছে– 'মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, যিকির-আযকার ইত্যাদি উপাসনা করা'। 'আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন যে, আয়াতটির উল্লিখিত তাফসীর সঠিক নয়। কারণ, এটি সঠিক হলে মুসলিমগণ সমাজের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা

ইত্যাদি প্রতিরোধে কোনো ভূমিকা না রেখে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, যিকির-আযকার ইত্যাদি নিয়ে পড়ে থাকবে। ফলে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবন অসুখী, অকল্যাণময় ও প্রগতিহীন হবে।

এখন পাঠককে আয়াতটির প্রকৃত তাফসীর কী তা জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১ নং উদাহরণে উল্লিখিত তিনটি উপায়ে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

৮. হাদীস সম্পর্কিত কিছু তথ্য যা কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে চেষ্টারত সকল পাঠকের জানা দরকার

কুরআনের সকল তাফসীরকারক হাদীসকে তাফসীরের দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই কুরআনের তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের চেষ্টারত পাঠকের হাদীস সম্পর্কিত কিছু তথ্য অবশ্যই জানা প্রয়োজন। সে তথ্যগুলো হলো–

১. 'হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা' এ তথ্য সঠিক হলেও কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। কুরআনের এক আয়াত আর এক আয়াতকে ব্যাখ্যা করে। আর এ ব্যাখ্যাকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা।

২. রসুল স.-এর কথা ও কাজ তথা কওলী ও ফে'য়লী হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে কিন্তু কখনও কুরআনের বিপরীত হবে না।

৩. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় বর্ণনাধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্যবিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই কুরআনের বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী হাদীস সহীহ হলেও তা রসুল স.-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

হাদীস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বই দুটিতে।

৯. শানে নুযুল সম্পর্কিত কিছু তথ্য যা কুরআনের তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভে চেষ্টারত সকল পাঠকের জানা থাকা দরকার

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুরা বা আয়াত নাযিল হয়েছে সেটিকে শানে নুযুল বলে। শানে নুযুল সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো কুরআনের তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের চেষ্টারত পাঠকের জানা থাকা দরকার তা হলো–

১. শানে নুযুলের জ্ঞান কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। কিন্তু এটি অপরিহার্য নয়।

২. শানে নুযুল সম্পর্কে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে।

৩. একটি আয়াতের আগের ও পরের আয়াত বা ঐ আয়াতের বিষয় সম্পর্কিত অন্য আয়াত পর্যালোচনা করলে আয়াতটির শানে নুযুল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৪. কুরআনের সব আয়াতের শানে নুযুল নেই।

শেষ কথা

উল্লিখিত তথ্যগুলো অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং মনে রাখা ও ব্যবহার করা সহজ। এর অনেকগুলো কুরআনের সকল অর্থ ও তাফসীর পাঠকের জানাও আছে। তাই আশাকরি পুস্তিকাটি পড়ার পর কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পাঠক তার পড়া অর্থ বা তাফসীর গ্রন্থে থাকা ভুল জ্ঞান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। আর এর মাধ্যমে ব্যক্তি পাঠক, মুসলিম জাতি ও মানবসভ্যতা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

ভুলভ্রান্তি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেওয়া আপনাদের এবং সঠিক হলে শুধরিয়ে নেওয়া আমার ঈমানি দায়িত্ব। আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবনবিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট